দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... JAN. 18 ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

১২ হাজার ভর্তি ফরম ছিনতাই

চবি পরিস্থিতির অবনতি ॥ ছাত্রলীগ-শিবির গুলিবিনিময়

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ শিবিরের লাগাতার অবরোধের মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটেছে। সোমবার সকালে নগরীর চকবাজার এলাকা থেকে সশস্ত্র শিবির ক্যাডাররা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ অনার্স ভর্তি পরীক্ষার প্রায় ১২ হাজার ভর্তিফরম ছিনতাই করেছে। রবিবার অপহৃত শাটল ট্রেন চালক গভীর রাতে মুক্তি পেলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত লোকো মাস্টাররা শাটল ট্রেন না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী সিন্ডিকেট সভায় চলমান সঙ্কট নিরসনে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠিত হয়েছে। ১৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে সংঘটিত ডবল মার্ডার ঘটনা তদন্তে পূর্বে গঠিত তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। খোলার দ্বিতীয় দিনে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিণত হয়েছে নিঝুমপুরীতে। গভীর রাতে ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়।

সোমবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষ

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

চবি পরিস্থিতির (১২-এর পাতার পর)

অনার্সে ভর্তি ফরম নিয়ে সৈয়দ হোসেন নামে এক কর্মকর্তা ও এক কর্মচারী ট্যাক্সিযোগে চকবাজারস্থ কাপাসগোলা অগ্রণী ব্যাংকের গেটে পৌছলে ৫/৬ জন ক্যাডার তাদের গতিরোধ করে দাঁড়ায়। এ সময় অস্ত্রের মুখে তাদের জিম্মি করে শিবির ক্যাডাররা প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তি পরীক্ষার ক, খ, গ, ঘ ও ঙ ইউনিটের প্যাকেটবন্দী ভর্তিফরম ছিনিয়ে নিয়ে যায়। প্যাকেটগুলোতে মোট ১১ হাজার ৭শ' ভর্তিফরম ছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়। ঘটনার পরপরই কর্তৃপক্ষ ছিনতাইকৃত ভর্তি ফরমসমূহ বাতিল ঘোষণা করেছে। জামায়াত-শিবিরের ঘাঁটি বলে খ্যাত চকবাজার এলাকায় এভাবে নিরাপত্তাহীনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিফরম বহন এবং ছিনতাইয়ের ঘটনা বিভিন্ন রহস্যের জন্ম দিয়েছে। এই ঘটনার জন্য ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো শিবিরকে দায়ী করেছে।

পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৯-২০০০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষ অনার্সে ভর্তিফরম বিতরণ আজ মঙ্গলবার থেকে শুরুর কথা ছিল। এই উপলক্ষে সোমবার অগ্রণী ব্যাংকের নগরীর বিভিন্ন শাখায় ভর্তিফরম সরবরাহ করা হয়। নগরীর অন্যান্য শাখার মতো কাপাসগোলা শাখায় সরবরাহের উদ্দেশে ভর্তিফরমগুলো আনা হয়েছিল বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়। তবে পুলিশ ভর্তিফরম ছিনতাইয়ের ঘটনাকে রহস্যজনকভাবে উধাও বলে উল্লেখ করেছে। পুলিশ সূত্রমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক কর্মকর্তা ট্যাক্সিযোগে ভর্তিফরমসহ কাপাসগোলা অগ্রণী ব্যাংকের সামনে এসে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ফরমগুলো ট্যাক্সিতে রেখে ব্যাংকে যায়। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখেন ট্যাক্সিতে কোন ভর্তিফরম নেই। রাত সাড়ে ৮টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ব্যাপক উদ্ধার অভিযান চললেও কোন ফরম উদ্ধার হয়নি বলে পুলিশ সূত্র জানায়।

এদিকে নিহত দুই শিবির নেতা হত্যাকারীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শিবির আহূত লাগাতার অবরোধের দ্বিতীয় দিনে সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে। উপাচার্যসহ প্রশাসনের কয়েক কর্মকর্তা উপস্থিত থাকলেও ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতি ছিল শূন্য। দুপুরে শিবিরের নেতাকর্মীরা রেজিস্ট্রার ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রককে কার্যালয় থেকে চলে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। তাঁরা বেরিয়ে গেলে শিবির নেতারা রেজিস্ট্রার অফিস ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ দফতরে তালা লাগিয়ে দেয়। ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের কোন নেতাকর্মীকে দেখা যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তারা কাজে যোগ না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে ক্যাম্পাস সূত্র জানায়। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শাটল ট্রেন কিংবা যানবাহন চলাচল করেনি। কোন বিভাগের পরীক্ষা কিংবা ক্লাস হয়নি। আরবী, দর্শন, চারুকলা, আইন ও মেরিন সায়েন্স বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।

লিয়াজোঁ কমিটি গঠন

বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান সঙ্কট নিরসনে ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক মুহিত-উল-ইসলামকে আহ্বায়ক করে ৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি লিয়াজোঁ কমিটি গঠিত হয়েছে। সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী সিন্ডিকেট সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সকল ছাত্র সংগঠনের সাথে সমঝোতা বৈঠকের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। পাশাপাশি ১৯ ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে সংঘটিত ডবল মার্ডার ঘটনা তদন্তে পূর্বে গঠিত ৪ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছে। কমিটির পূর্বতন চেয়ারম্যান ডঃ কাজী আব্দুল বাসেতের পদত্যাগ এবং সদস্য ডঃ আনম মুনীর আহমদ চৌধুরীর চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে উক্ত কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির বাকি দুই সদস্য হচ্ছেন যথাক্রমে সহকারী প্রক্টর তৌহিদ হোসেন চৌধুরী ও ডঃ সালেহ উদ্দিন। কমিটিকে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করতে বলা হয়েছে।

ছাত্র ইউনিয়নের আহ্বান

জামায়াত-শিবির চক্রের কাছে জিম্মি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি সচল করার জোর দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

ক্যাম্পাসে গোলাগুলি

এদিকে সোমবার রাত পৌনে ৯টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে ব্যাপক গোলাগুলির খবর পাওয়া গেছে।

রাতে ক্যাম্পাস থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, এ সময় ছাত্রলীগের ক্যাডাররা সোহরাওয়ার্দী হলের পিছনে গুলিবর্ষণ করলে হলে অবস্থানরত শিবির ক্যাডাররাও পাল্টা গুলিবর্ষণ শুরু করে। রাত সোয়া ৯টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত দু'পক্ষের মধ্যে থেমে থেমে গোলাগুলি চলছিল, তবে হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।